সাম্প্রতিক বছরসমূহে প্রধান অর্জনসমূহঃ

প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বর্তমান সরকার সমতাভিত্তিক ও মানসম্মত প্রাথশিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত হ্রাসকরণরে লক্ষ্যে প্রাক প্রাথমিকসহ নতুন শিক্ষক নিয়োগে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সচেতন করে গড়ে তুলতে এবং শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নলকূপ স্থাপনসহ ওয়াশব্লক নির্মাণে বিদ্যালয় পরিদর্শণের সময় কাজ দেখা হয়েছে। পাঠদানের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতণে করণের লক্ষ্যে শতভাগ শিক্ষার্থীর মধ্যে বিনামূল্যের বই বিতরণ করা হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে যে সমস্ত বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে ল্যাপটপ/মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরসহ ডিজিটালাইজড করা হয়েছে সেখানে এর ব্যবহার নিশ্চিত করণের জন্য পাঠ পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে । এছাড়া ঝরেপড়া রোধসহ প্রাথমিক শিক্ষা শিক্ষাচক্র সফলভাবে সমাপনের লক্ষ্যে শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় প্রাপ্যতায়োগ্য সকল শিক্ষার্থীর জন্য মোবাইল ব্যাংকিং মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা করা হচ্ছে। বিদ্যালয় ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসেবে বিদ্যালয়ে ‘স্কুল লেভেল ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান (SLIP) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০-২১ অর্থ বছরে বিষয়ভিত্তিক ইংরেজি অন লাইনের মাধ্যমে ০১ ব্যাচে ২৫ জন শিক্ষককে এবং নবনিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষকদের ইন্ডাকশন অন লাইনের মাধ্যমে ০১ ব্যাচে ২১ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ২১-২২ অর্থ বছরে শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল তৈরীর উদ্দ্যেশ্যে ইউনিকআইডি বিষয়য়ক ০৯ ব্যাচে ২৭০ জন শিক্ষককে, গণিত অলিম্পিয়াড কৌশল ব্যবহার করে বিষয়ভিত্তিক গণিত প্রশিক্ষণ ০৭ ব্যাচে ২১০ জন শিক্ষককে এবং ডিউপার্ট সম্বলিত বিষয়ভিত্তিক বিজ্ঞান বিষয়ে ০২ ব্যাচে ২১০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে গণিত অলিম্পিয়াড কৌশল ব্যবহার করে বিষয়ভিত্তিক গণিত প্রশিক্ষণ ০২ ব্যাচে ৬০ জন শিক্ষককে বিষয়ভিত্তিক ইংরেজি প্রশিক্ষণ ০৩ ব্যাচে ৯০ জন শিক্ষককে, নবনিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষকদের ইন্ডাকশন প্রশিক্ষণ ০২ ব্যাচে ৪৫ জন শিক্ষককে, বিষয়ভিত্তিক বাংলা প্রশিক্ষণ ০৩ ব্যাচে ৯০ জন শিক্ষককে